বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন ২০১৮ঃ অর্জিত অগ্রগতি প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে অসামঞ্জস্যপুর্ন

প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন নীতিমালায় স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের স্বার্থ উপেক্ষিত

১. বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনঃ আসলে ধনীদের স্বার্থ বাস্তবায়নে দুর্বলদেরকে কাঠামোবদ্ধকরনের চেষ্টা

২০১৫ সালে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় “প্যারিস চুক্তি” গৃহীত এবং অনুমোদিত হওয়ার পর এর বাস্তবায়ন রূপরেখা বা নীতিমালা কি হবে তা নির্ধারন নিয়ে পরবর্তী কয়েক বছর যাবৎ ধনী, উন্নয়ণশীল এবং অতিবিপদাপন্ন দেশগুলোর মধ্যে এক ধরনের যুদ্ধ শুরু হয়। বলা যায় এই যুদ্ধ অবশ্য এখন শেষ হয়েছে কপ-২৪ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। গত ০১-১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পোলান্ডে বৈশ্বিক জলবায় সম্মেলনে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের অংশগ্রহনে অবশেষে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য “প্যারিস রুলবুক” নামে একটি খসড়া দলিল প্রনয়ণন করা হয়েছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের খসড়া নীতিমালা প্রনয়ণ করা এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য হলেও চুক্তিতে গৃহীত অন্যান্য সকল শর্তাবলীর বাস্তবায়ন বিশেষ করে বৈশ্বিক তাপমাত্রা/ উষ্ণায়ন কাংখিত মাত্রার নিচে (১.৫ ডিগী সেলসিয়াস) রাখার জন্য কার্বন নিঃসরন হ্রাস, পাশাপাশি জলবায়ু পরবির্তনের নেতিবাচক প্রভাবসমুহ মোকাবেলা করে অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরী এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি সহযোগীতার যে প্রতিশ্রুতি প্যারিস চুক্তিতে করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন রূপরেখা প্রণয়ন হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে সম্মেলনে ধনী, স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন সকল দেশগুলোই অংশগ্রহন করে থাকে।

কিন্তু আমরা অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করছি যে, সম্মেলনে ধনী এবং আর্থ-রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর দেশগুলো বিশেষ করে যাদেরকে আমরা ধনী দেশ বলছি এবং জলাবায় পরিবর্তনের জন্য দায়ী তারা আমাদের মত অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের স্বার্থসমুহ অবজ্ঞা করছে এবং অত্যন্ত দায়ীত্বহীন এবং অন্যায্যভাবে আমাদের দাবীসমুহকে পাশ কাটিয়ে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। সম্মেলনের শুরুতেই আমেরিকা এবং তার দোসর বিশেষ করে সৌদি আরব, রাশিয়া, মিশর এবং কুয়েত স্বল্পোন্নত দেশসমুহের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা আলাদা ক্লোজ-ডোর মিটিং করে। মুলত: সেখানে তাদেরকে তথাকথিত পরামর্শ বা প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদান করা হয় যাতে স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধিরা আমেরিকা এবং তাদের এলায়েন্সের স্বার্থের বাইরে কথা না বলে। যে কারনে সম্মেলনের নির্ধারিত সময়ে কোন অবস্থাতেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে আমরা দেখি না। বরং বর্ধিত সময় নেওয়া হয় যখন অন্যান্য প্রতনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্বার্থান্নেসি ধনী দেশসমুহ তাদের সুবিধামত প্রস্তাব পাশ করাতে পারে। “প্যারিস রুলবুক” প্রনয়নের ক্ষেত্রেও এই একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

২. জলবায়ু সম্মেলনের অর্জন প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে কতটা সফল হবে

ক. গ্রহীত রুলবুক প্যারিস চুক্তির বৈশ্বিক শর্তসমুহ বাস্তবায়নে অসমর্থ

বলা যায় কপ-২৪ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের একমাত্র মাইলফলক হচ্ছে কাটোভিচ ক্লাইমেট প্যাকেজ [Katowice Climate Package] নামে “প্যারিস রুলবুক” এর একটি খসড়া দলিল প্রনয়ন এবং সর্বসম্মতিক্রমে (??) এটা গৃহীত হওয়া। উক্ত দলিলটি মুলত: প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের সকল বিষয় ও শর্তসমুহ যেমন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাসে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা (প্যারিস চুক্তির শর্ত/ধারা-০৪), অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন (প্যারিস চুক্তির শর্ত/ধারা-০৭), অর্থায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন (প্যারিস চুক্তির শর্ত/ধারা-০৯), প্রযুক্তি হস্তান্তর (প্যারিস চুক্তির শর্ত/ধারা-১০), হ্রাসে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন (প্যারিস চুক্তির শর্ত/ধারা-১৪) এবং স্বচ্ছতা বিষয়ক কাঠামো (প্যারিস চুক্তির শর্ত/ধারা-১৩) ইত্যাদি সকল বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে গৃহীত ১৫৬ পৃষ্ঠার একটি বাস্তবায়ন নীতিমালার দলিল। উক্ত দলিল সম্পর্কে কপ-২৪ জলবায়ু সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট জনাব মাইকেল কুরতিকা [Mr. Michal Kurtyka] বলেন সকল দেশকেই এটা ভেবে গর্ব করা উচিৎ যে তাদের চেষ্টা সফল হয়েছে এবং এই Katowice Climate Package ২০২০ সাল থেকে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে গৃহীত এই প্যাকেজ প্যারিস চুক্তির উল্লেখিত উপরোক্ত ধারাসমুহ বাস্তবায়নের কোন প্রকার বাধ্যবাধকতামূলক নীতিমালা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, যে কারনে ২০২০ সাল পরবর্তী সময়ে চুক্তির বাস্তবায়ন ও ফলাফল অর্জন আসলে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে বলে বিশষজ্ঞরা মনে করেন। দ্বীতিয়তঃ প্যারিস চুক্তিতে অনেকগুলো Bottom-up (যেমন; স্ব-প্রোনদিত গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা) ও Top-down Element (যেমন; ধনী দেশগুলো কতৃক অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সহযোগীতা, বৈশ্বিক মূল্যায়ন ইতাদি) ছিল। এই Katowice Climate Package প্যারিস চুক্তির বেশীরভাগ Top-down Element গুলোকে বাতিল করেছে বা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যে কারনে প্রস্তাবিত রুলবুক আসলে বাধ্যবাধকতামূলক পরিপালনীয় নীতিমালার পরিবর্তে বরং একটি স্ব-নির্ধারনি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

খ. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর মধ্যে রাখা সম্ভব নয়

এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের এই প্যাকেজ আসলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা কাংখিত মাত্রায় হ্রাস করা এবং অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জলবায়ু সম্মেলনের ঠিক পূর্বেই IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) কতৃক বৈশ্বিক তাপমাত্রা সম্পর্কিত একটি বিশেষ প্রতিবেদন “বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস-অক্টোবর ২০১৮” প্রকাশ করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হলে আগামী এক দশকের মধ্যেই ব্যাপক আকারে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে। অর্থাৎ আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৩০-৪০% গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে। কিন্ত প্রনীত Katowice Climate Package বা প্যারিস রুলবুক এর খসড়া এ সংক্রান্ত কোন প্রকার জরুরী গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর কার্যকর রূপরেখা প্রস্তাব করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারন হিসাবে বলা যায় সম্মেলনের শুরুতেই সৌদি আরব IPCC’র প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনকে অবজ্ঞা করে আসছে এবং জরুরী কার্যক্রম গ্রহনের বৈশ্বিক দাবীকে বিরোধতা করেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টায় সফল হয়েছে।

দ্বীতিয়তঃ প্যারিস চুক্তির ধারা-১৪ অনুসারে বৌশ্বক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ২০২০ সাল পরবর্তী জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কার্বন উদগীরন হ্রাসের লক্ষ্যসমুহ (NDCs) ২০১৮ সালে পর্যালোচনা করে নতুন NDCs নির্ধারন করার কথা। এ উদ্দেশ্যে কপ-২৩’তে “তালানোয়া সংলাপ” এর (Talanoa Dialogue) সুচনা করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে এর উপর ২১টি সংলাপ অনুষ্ঠিত হলেও ধনী এবং উন্নয়নশীল (ভারত, চায়না, ব্রাজিল আফ্রিকা) দেশগুলো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছে। কারন কোন দেশই কার্বন উদগীরন হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি বাধ্যবাধকতামূলক এবং পরমিাপযোগ্য

NDC বাস্তবায়নের আওতায় আসতে চায় না, বরং NDCs নির্ধারনে তথাকথিত “Flexibility” বা নমনীয়তার নীতি এবং নিজেরা না করে তা বাজার ব্যবস্থার (Market Mechanism) মধ্যে বাস্তবায়নের নীতি গ্রহনের দাবী জানিয়ে আসছে এবং সেটাই হতে যাচ্ছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। ফলে সকল দেশ বিশেষ করে ধনী দেশসমুহ গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে যে যার মত করে স্ব-প্রনোদিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে পারবে।

গ. জলবায়ু অর্থায়নঃ ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছে

প্যারিস চুক্তির ধারা-০৯ এ পরিষ্কার বলা হয়েছে, ধনী দেশসমুহ স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশসমুহের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বিশেষ করে প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগীতা নিশ্চিত করবে এবং ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। প্যারিস রুলবুক প্রনয়নের প্রস্তুতিমূলক যে আলোচনা গত তিন বছর যাবত চলেছে সেখানেও এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি এবং আশাব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু কপ-২৪ আলোচনায় যে রুলবুক প্রনীত হয়েছে সেখানে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কোন কথাই লেখা হয়নি। অর্থাৎ বলা যায় ধনী দেশগুলো বিষয়টি সম্পুর্ন এড়াতে সক্ষম হয়েছে। এখানে ধনী দেশগুলো তাদের ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যেতে যে অজুহাত সামনে এনেছে তা হচ্ছে, ধনী দেশগুলো কোন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি করবে না যতক্ষন পর্যন্ত প্যারিস চুক্তির অন্যান্য বিষয়গুলোতে (স্বচ্ছতা বিষয়ক কাঠামো, গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের উপর জাতীয়ভাবে নির্ধারিত লক্ষমাত্রা-NDCs) বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো কোন সিদ্ধান্তে না আসে।

দ্বীতিয়তঃ জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের মূল দাবী ছিল ধনী দেশগুলো তাদের সরকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করবে এবং তা হবে শুধুই অনুদান। কিন্তু কপ-২৪ আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ধনী দেশগুলো জলাবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার আর্থিক কৌশলসমুহ (ঋণ, ইক্যুইটি, আর্থিক গ্যারান্টি, কনসেশনাল ঋণ, অনুদান ইত্যাদি) অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করছে। এর ফলে ভবিষ্যতে স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঋনমুক্ত অর্থায়নের পথ আসলে বন্ধ হয়ে যাবে। কারন আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি কপ-২৪ সম্মেলনে বিশ্বব্যাংক ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ২০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়নের ঘোষনা দিয়েছে। অর্থাৎ ধনী দেশগুলোর বিশ্বব্যাংকের এই ঘোষনা (যেহেতু এর মাধ্যমে ঋণ এবং ব্যবসা দুটোই হবে) বাস্তবায়নে সহযোগীতা করবে এটা আমরা ধরে নিতে পারি। বিভিন্ন প্রকার অর্থায়ন কৌশল প্রস্তাবিত প্যারিস রুলবুকে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা আসলে ধনী দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত দেমসমুহকে নিয়ন্ত্রন করার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিবে, ফলে আমরা (জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমুহ) যারা জলবায়ু অর্থায়নের জন্য ২০২০ সাল পরবর্তী সময়ের জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলারের বাইরে নতুন ও অতিরিক্ত (New & Additional) অর্থায়নের স্বপ্ন দেখছিলাম তা আসলে কল্পনাই রয়ে যাবে।

ঘ. জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতিঃ টাস্ক ফোর্স কতৃক প্রদত্ত সুপারিশে ধনী দেশগুলোর জন্য করনীয় কিছুই নাই

কপ-২১ এর সিদ্ধান্ত অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির ব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশসমুহ এবং বৈশ্বিক সহযোগীতার কৌশল নিরূপনের জন্য Warsaw International Mechanism-WIM ’র অধীনে গঠিত Task Force on Displacement-TFD কিছু সুপারিশমালা প্রনয়ন করে যা কপ-২৪ জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে এই সুপারিশমালায় যেসকল সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে সগুেলো মূলত দেশীয় প্রক্রিয়া, অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট দেশসমুহের জন্য কনরীয়সমুহ কি তা নির্ধারন করা হয়েছে, কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ধনী এবং বাস্তুচ্যুতির জন্য দায়ী দেশগুলোর জন্য করনীয় বিশেষ করে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতার ক্ষেত্রসমুহ কি হতে পারে তার উপর কোন সুপারিশমালা প্রনয়ন ছাডাই টাস্ক ফোর্স তার সুাপরিশসমুহ পেশ করেছে যা আসলে হতাজনক।

দ্বীতিয়ত: আমাদের দাবী ছিল TFD এর পেশকৃত সুপারিমসমুহ প্যারিস ওয়ার্ক প্রোগ্রামের মুল আলোচনায় (NDC নির্ধারন, অভিযোজন, অর্থায়ন এবং স্বচ্ছতা কাঠামো ইত্যাদি) সমন্বিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এসকল আলোচনায় বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অন্তত: Cross-cutting issue হিসাবে চলে আসে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ থাকে। ধনী দেশগুলোর অব্যাহত বিরোধীতার কারনে সেটি আর সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতে এ আলোচনা কতটা ফলাফল অর্জিত হবে তা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ।

ঙ. ক্ষয়-ক্ষতি (Loss and Damage) ইস্যুঃ কপ-২৪ এর আলোচনার বিষয় নয় বলেই তারা ধরে নিয়েছে

চলতি কপ-২৪ আলোচনায় ক্ষয়-ক্ষতি (Loss and Damage) বিষয়টি নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা এমনকি আলোচনার জন্য এটা কোন আলোচ্যসুচীতেও গ্রহন করা হয়নি। যেহেতু Loss and Damage বিষয়টি আগামী জলবায়ু সম্মেলনের (কপ-২৫) আলোচনার বিষয় সে কারনে এটা প্যারিস রুলবুক এ এমনকি অর্থায়ন সংক্রান্ত অত্যন্ত সচেতনভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি। যদিও প্যারিস চুক্তির ধারা-০৭ (অভিযোজন) এর আওতায় Loss and Damage বিষয়টি আগামীতে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা আমাদের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়। কারনে এখানে অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর দাবী হচ্ছে Loss and Damage বিষয়টি সম্পুর্ন আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং বিষয়টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি এবং স্বচ্ছতা কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত ও সমন্বিত করে আলোচনা করতে হবে যেখানে ধনী দেশগুলো রাজী নয়।